বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ
www.bb.org.bd

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ

এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১/২০১৪ তারিখঃ ২৬ জুন, ২০১৪

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/নির্বাহী প্রধান
বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংক ও সকল নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

"কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল" গঠন প্রসংগে।

কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের শিল্প উন্নয়নকে সংগঠিত করে অধিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলী ব্যাংকসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে আসছে। তবে, লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নতুন উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ গ্রহণে ব্যাংক ঋণ পাওয়ার সহজগম্যতা না থাকায় স্ব-কর্মসংস্থান তথা উদ্যোগ উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত কিংবা স্বপ্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণেচ্ছু উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে স্ব-কর্মসংস্থান উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক "কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল" নামে ১০০.০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে।

২.০ কতিপয় ধারণার (Term) সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ

২.১ নতুন উদ্যোক্তা ঃ

এ সার্কুলারের আওতায় নতুন উদ্যোক্তা বলতে সেসব উদ্যোক্তাকে বুঝাবে যারা প্রস্তাবিত উদ্যোগ ব্যতীত পূর্বে অন্য কোন ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিলেন না এবং যারা পূর্বে ব্যবসায়িক কাজে কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ করেন নি।

২.২ সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ঃ

সরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বলতে এসএমই ফাউন্ডেশন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বিসিক এবং এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও তাদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধিবদ্ধ প্রশিক্ষণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান-কে বুঝাবে। অন্যদিকে বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বলতে তাদেরকে বুঝাবে যারা বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং যাদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা, দক্ষতা ও পরিচিতি রয়েছে- যেমন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই), ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই), নাসিব কিংবা এ জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

২.৩ স্বীকৃতিঃ

এ পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোক্তা কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের নিমিত্তে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ এর স্বীকৃতি (accreditation) গ্রহণ করতে হবে। তবে, এ স্বীকৃতি (accreditation) তাদের কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোক্তাদের ঋণ পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা প্রদান করবে না। ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের স্বীয় ঋণ ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রচলিত বিধি বিধানানুযায়ী ঋণ বিতরণ করবে।

৩.০ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের সুবিধা গ্রহণের শর্তাবলী ঃ

৩.১ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মহাব্যবস্থাপক, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণে সক্ষম ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকেই কেবলমাত্র যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবেঃ

(ক) শ্রেণীবিন্যাসিত বিনিয়োগের হার ১০% এর নীচে থাকতে হবে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত হারে মূলধন পর্যাপ্ততা থাকতে হবে;

(গ) একক গ্রাহকের বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা (Single borrower exposure limit) সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে;

(ঘ) যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk management) ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

৩.২ ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট-ইকুইটি অনুপাত, মার্জিন, ঋণের বিপরীতে বীমাকরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার ও তদারকী ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব বিধি বিধান ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে; ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

৩.৩ চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মাসিক ভিত্তিতে অত্র সার্কুলার দ্বারা সংজ্ঞায়িত নতুন উদ্যোক্তাকে তাদের উদ্যোগে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ১০০% পুনঃঅর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করতে পারবে। প্রতি মাসের শেষে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, পুনঃঅর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদনের তারিখ থেকে ৬০ দিন পূর্বে প্রদত্ত বিনিয়োগ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

৪.০ এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়নযোগ্য নতুন উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদানের শর্তাবলীঃ

৪.১ এ তহবিলের আওতায় ১৯ জুন, ২০১১ তারিখে জারীকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১ এ বর্ণিত সংজ্ঞানুসারে শিল্প ও সেবাখাতে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগ পুনঃঅর্থায়নের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। তবে, শর্ত থাকে যে, অত্র পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় সুবিধাভোগী নতুন উদ্যোক্তাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবেঃ

(ক) প্রস্তাবিত উদ্যোগের বিষয়ে যথাযথ কারিগরি শিক্ষা ও জ্ঞান থাকতে হবে;

(খ) প্রস্তাব দাখিলের সময়ে বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে;

(গ) প্রস্তাবিত ব্যবসা/উদ্যোগে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকতে হবে; এবং

(ঘ) ঋণ আবেদনকারী নতুন উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত কোন সরকারী কিংবা বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা পরিচালনা, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অথবা অন্যান্য কারিগরি বিষয় (পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, যন্ত্রপাতি মেরামত ইত্যাদি)-এ সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(ঙ) উপরে বর্ণিত (ক)-(গ) শর্তাবলী পূরণে সক্ষম কোন নতুন উদ্যোক্তা সরকারী কিংবা বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করে থাকলেও ব্যাংক তাঁর নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে উদ্যোক্তার ঋণ ঝুঁকি যাচাই করে ঋণ প্রদান করলে তা অত্র তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়নযোগ্য হবে।

৪.২ চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের বিতরণকৃত চলতি মূলধন ও মেয়াদী ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্তভাবে সর্বোচ্চ ১০০% পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হবেঃ

(ক) সহায়ক জামানত বিহীন ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা।

(খ) সহায়ক জামানত সাপোর্টেড ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা।

৪.৩ সহায়ক জামানতবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন উদ্যোক্তা হতে ব্যক্তিগত জামানত (Personal Guarantee), ৩য় পক্ষ জামানত (Third Party Guarantee) কিংবা সামাজিক জামানত গ্রহণ করতে পারবে । সামাজিক জামানতের আওতায় নতুন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও জামানত প্রদান করতে পারবে।

৪.৪ নতুন উদ্যোক্তাকে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ন্যূনতম ২০% বহন করতে হবে।

৪.৫ এ তহবিলের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাংক রেটে (বর্তমানে ৫%) তহবিল সরবরাহ করবে। গ্রাহক পর্যায়ে অর্থাৎ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণকারী উদ্যোগের ঋণের সুদহার (ব্যাংক রেট +৫%= ১০%) এর বেশী হতে পারবে না।

৪.৬ আলোচ্য তহবিলের আওতায় নিম্নোক্ত ভিত্তিতে চলতি মূলধন, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পে অর্থায়ন করা যাবে ঃ

(ক) চলতি মূলধন ঋণঃ চলতি মূলধন ঋণের সর্বোচ্চ সীমা হবে ১ বছর। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ থেকে ১ বছরে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

(খ) মধ্য মেয়াদী ঋণঃ মধ্যমেয়াদী ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ থেকে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ৩ বছরে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

(গ) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ঃ দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৫ বছর। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ থেকে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ৫ বছরে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

৪.৭ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাভোগী নতুন উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে প্রদানকৃত ঋণের অনুকূলে সর্বনিম্ন ৩ (তিন) মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করতে হবে। তবে উদ্যোগের প্রকৃতি ও ব্যাংকার কাষ্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকও চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুরূপ গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করবে।

৫.০ অন্যান্য শর্তাবলী

৫.১ নিম্নোক্ত উদ্যোগের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবেঃ

(ক) নারী উদ্যোক্তা;

(খ) উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল উদ্যোগ;

(গ) আইসিটি খাত

(ঘ) আমদানী বিকল্প উদ্যোগ

(ঙ) রপ্তানীমুখী উদ্যোগ

(চ) কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ।

৫.২ আলোচ্য তহবিলসমূহের সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের প্রাক্কালে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিপত্র (DP Note) প্রদান করতে হবে।

৫.৩ পরিশোধসূচী অনুযায়ী সুদসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব থেকে কর্তন করে নেয়া হবে।

৫.৪ পুনঃঅর্থায়ন বাবদ গৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার এবং নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ছকে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে।

৫.৫ ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে কোন ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আলোচ্য তহবিল এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করলে, গৃহীত অর্থ ব্যাংক রেট এর দ্বিগুণ হারে সুদসহ এককালীন আদায় করা হবে।

৫.৬ আলোচ্য সার্কুলারে বর্ণিত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাসমূহ অত্র সার্কুলার জারীর পরে সার্কুলারে বর্ণিত শর্তাবলী পরিপালনের মাধ্যমে বিতরণকৃত বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র প্রযোজ্য হবে।

৫.৭ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থায়নকৃত নতুন উদ্যোক্তাগণকে সকল প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংক একাউন্ট ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করবেন।

৬.০ স্বীকৃত উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের করণীয়ঃ

৬.১ উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগে স্বীকৃতি (accreditation) গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র ও দলিলাদি দাখিল করতে হবেঃ

(ক) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও বিগত তিন বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন;
(খ) প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ ;
(খ) প্রশিক্ষণ মডিউল;
(গ) প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বিষয়ে বিবরণ।

৬.২ স্বীকৃত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে অনলাইন কিংবা অন্য কোন পন্থায় পরামর্শ প্রদান ব্যবস্থা (মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬.৩ স্বীকৃত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে উদ্যোক্তাদের জন্য ভার্চুয়াল কিংবা ভৌত ইনকিউবেটর স্থাপনের প্রচেষ্ঠা গ্রহণ করতে হবে।

৬.৪ স্বীকৃত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে তাদের কর্তৃক নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত আগ্রহী ঋণ গ্রহণকারী নতুন উদ্যোক্তাদের ঋণ গ্রহণ পরবর্তী ৩ বছর যাবত নিবিড় তত্ত্বাবধান কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে। এ সময়ে অন্ততঃ ষান্মাসিক ভিত্তিতে রিফ্রেসার্স কোর্স এর আয়োজন করতে হবে । এর মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক অগ্রগতি জেনে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে। এসব তত্ত্বাবধান কর্মসূচিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদেরকে মেন্টর হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

৭.০ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণকারী ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রণোদনা

এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণকারী ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ গ্রহণকারী নতুন উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত অ-আর্থিক সেবাসমূহের (প্রশিক্ষণ, বিপণন, এডভাইজারী সেবা ইত্যাদি) জন্য ব্যয়িত যুক্তিসংগত ব্যয় সিএসআর ব্যয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে, এই ব্যয় এ খাতে বিতরণকৃত মোট ঋণের ১% এর বেশী হবে না।

৮.০ স্বীকৃতি প্রাপ্তি ও অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আগ্রহীদের জন্য করণীয়

আলোচ্য তহবিলের আওতায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যারা স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে আগ্রহী এবং যেসব ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণে আগ্রহী তাদেরকে এতদুদ্দেশ্যে আবশ্যক দলিলাদি, চুক্তিপত্র, প্রতিশ্রুতিপত্র, পুনঃঅর্থায়নের আবেদনপত্র ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ইত্যাদির নমুনা বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ থেকে সংগ্রহের জন্য পরামর্শ দেয়া হ'ল।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ মাছুম পাটোয়ারী)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০৫০২